তারিখ 07 MAR 1994 পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সংঘর্ষের নেপথ্যে

খায়রুল আনোয়ার/
মোয়াজ্জেম হোসেন

টাকার বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি, পরীক্ষার উত্তরপত্র লিখে দেয়া, সদরঘাট টার্মিনালের নিয়ন্ত্রণ এবং এলাকাবাসীর কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল শনিবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের নেপথ্য কারণ। বর্তমানে কলেজে ১৮টি বিভাগে অনার্স, প্রিলিমিনারি প্রথম পর্ব ও ডিগ্রী পাস কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে। এই ভর্তি মৌসুমের মোটা অংকের অর্থ আয়ের সুযোগ কোন পক্ষই হাতছাড়া করতে রাজি নয়। তাই ক্যাম্পাসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়েই বিবদমান ছাত্রদলের দুই গ্রুপ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শনিবারের এ সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে পুলিশ কর্মকর্তা ফরহাদ প্রাণ হারান।

রবিবার অনুসন্ধানে এবং কলেজের শিক্ষক ও এলাকাবাসীর সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, এরশাদ সরকারের আমলে জাতীয় ছাত্রসমাজ কলেজ থেকে ছাত্র রাজনীতি ও অন্যান্য সংগঠনের নেতৃত্বকে উচ্ছেদ করে দেয়। দীর্ঘদিন যাবত কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ রয়েছে। এরশাদের পতনের পর জাতীয় ছাত্রসমাজের নেতাদের অনেকেই কিছু দিন গা ঢাকা দেয়ার পর আবার ক্যাম্পাসে এসে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের মূল নেতৃত্বকে

টাকার বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি॥ সদরঘাট টার্মিনাল ও বাণিজ্য এলাকায় চাঁদাবাজি

হটিয়ে দিয়ে নেতৃত্ব দখল করে নেয়। বিশেষ করে বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ছাত্রসমাজের সাবেক নেতা সগীর ছাত্রদলের নেতা হয়ে যায় এবং ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার করে। কিছু দিন পর কাজলের নেতৃত্বে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকটি গ্রুপ দাঁড়িয়ে যায়। গত দেড় বছর ধরেই এই দুই দল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। স্মরণযোগ্য, ১৯৯১ সালের ১৫ জুন দিবাগত রাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও শহীদ ডাঃ মিলন ছাত্রাবাসের দুই দল ছাত্রের আট ঘন্টাব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দুই ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। এ সংঘর্ষে ৭ পুলিশসহ আহতের সংখ্যা ছিল ৭০। পুনরায় সংঘর্ষের আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ ১৬ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দেন। তার পরেও বন্ধ কলেজেই পহেলা আগস্ট ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চলে। প্রায় আড়াই ঘন্টা স্থায়ী এ সশস্ত্র সংঘর্ষে উভয়পক্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। আশপাশের বেশ কিছু দোকান ভাংচুর ও লুটপাট হয়। সেদিন পতাকা উড়িয়ে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

কেন বার বার এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ? কেন এই প্রাণহানির ঘটনা ? এর নেপথ্য কারণ কি? পুরান ঢাকার ঘনবসতি ও বাণিজ্যিক এলাকায় মাত্র তিন একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। বর্তমানে দিবা ও নৈশ বিভাগ মিলে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার দিক দিয়ে এত বড় প্রতিষ্ঠান দেশে আর একটিও নেই। এই বিরাটসংখ্যক শিক্ষার্থী এবং ছাত্র ভর্তি নিয়ে দুর্নীতিই জগন্নাথ কলেজে সশস্ত্র সংঘর্ষের বড় উৎস। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের এক শিক্ষক জনকণ্ঠকে বলেন, এরশাদ আমলে ভর্তির ৫০ শতাংশ হতো কলেজ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, বাকি ৫০ শতাংশ ভর্তি করাতেন ছাত্রনেতারা। অলিখিত এই নিয়ম বা কোটা দীর্ঘদিন যাবত চালু ছিল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ব্যর্থ ছাত্র-ছাত্রীরা জগন্নাথ কলেজে ভিড় জমায়। নাম মাত্র ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কথিত ছাত্রনেতা ও মস্তানদের মাধ্যমে ৫০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতো। ভর্তির বিনিময়ে ছাত্র

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পাতার পর)

পিছু ৫ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হতো। কলেজ কর্তৃপক্ষ চাপের মুখে বাধ্য হয়ে এ ভাবে ছাত্র ভর্তি করতেন বলে প্রতিটি বিভাগের প্রতি শ্রেণীতে আসনসংখ্যার ৫/৬ গুণ বেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতো। এরপর ছিল ভাড়াটে উত্তরপত্র লেখক দিয়ে পরীক্ষার উত্তর লিখে দেয়া। তালাবদ্ধ ঘরে নিরাপদে এ ধরনের উত্তরপত্র লেখার সুযোগ করে দেয়া হতো। এর তত্ত্বাবধানে থাকত প্রভাবশালী কথিত ছাত্রনেতা ও মস্তানরা। এ ভাবে উত্তরপত্র লিখে পরীক্ষায় সনদ পাইয়ে দেয়ার চুক্তিতে প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে ১০ থেকে ২৫ হাজার টাকা নেয়া হতো। পরীক্ষা নিয়ে এই দুর্নীতি ও প্রহসন চরম পর্যায়ে পৌঁছলে ১৯৮৪ সাল থেকে এই কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র উঠিয়ে দেয়া হয়। '৮৬ সাল পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজে পরীক্ষা হয়নি। পরবর্তীতে তা আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ছাত্র ভর্তি নিয়ে দুর্নীতি এখনও চলছে। তবে আগের মতো হারে নয়, এখন ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী কথিত ছাত্রনেতাদের মাধ্যমে মোটা টাকার বিনিময়ে ভর্তি হয়। এখনও ছাত্র ভর্তি ছাত্রনেতাদের লাখ লাখ টাকা আয়ের উৎস। পাশাপাশি রয়েছে ইসলামপুর এলাকার সোনার দোকান, সংলগ্ন অন্যান্য বিপনি কেন্দ্র এবং সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে মোটা টাকার চাঁদা আদায়। জগন্নাথ কলেজ ক্যাম্পাস যাদের কর্তৃত্বে থাকে তারাই এই পুরো বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে। আর এ নিয়ন্ত্রণ কায়েম নিয়েই ছাত্রদলের সগীর ও কাজল গ্রুপের শনিবারের সংঘর্ষ।

ভোরের কাগজ

37